আলমডাঙ্গায় পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাংকার সিরাজুলের ব্যতিক্রমধর্মী আত্মপ্রকাশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এক ব্যতিক্রমী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন মহল্লার সর্বস্তরের মানুষ দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গোবিন্দপুর গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গোবিন্দপুর গ্রামের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের উদ্যোগে গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় নতুন বাসস্ট্যান্ডে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের প্রতিটি মহল্লা থেকে আসা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যুবসমাজ ও মুরুব্বিদের উপস্থিতিতে এই সভাটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সভায় বক্তারা গ্রামের উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনে একজন যোগ্য ও সৎ প্রার্থীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর, উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে সাবেক ব্যাংক ম্যানেজার আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলামকে গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। এলাকায় তিনি একজন সৎ, যোগ্য ও সমাজসেবক হিসেবে দীর্ঘদিনের সুনাম অর্জন করেছেন। চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি এলাকার নানা সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ নাজিম উদ্দিন (ফকির মোহাম্মদ), সাবেক প্রধান শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মোঃ সামসুজ্জোহা (সাবু) উপস্থিত ছিলেন। উপস্থাপনায় ও বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়া প্রবাসী ও গোবিন্দপুর মণ্ডলপাড়া মোঃ খাইরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মোঃ আনিসুর রহমান, বণিক সমিতির সদস্য মোঃ রেজাউল হক তোতা, সাবেক শিক্ষক হাজী সামছুদ্দিন আহমদ, প্রভাষক মোঃ মনিরুজ্জামান, ইটভাটা মালিক ঠাণ্ডু রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মনিরুজ্জামান (মনি), এবিএম মকছেদুল আমিন সোহাগসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল কুদুস, মজিবর রহমান, মোঃ আক্কাছ আলী, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ, সাবেক কমিশনার মোঃ ফরহাদ হোসেন (মুকুল হাজী), আসাদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আলিমুর রহমান (শিক্ষক), প্রমুখ।

গ্রামের একক প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম ঘোষণার পর আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত গ্রামবাসীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, “গ্রামের মানুষ আমার ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন, আমি জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তার মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করব। সবার সহযোগিতা নিয়ে আমি এই গোবিন্দপুর গ্রামকে একটি আধুনিক ও শান্তিময় গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।” এছাড়াও তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে উন্নয়ন করা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচন ৬৩ টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে শুরু হয়েছে।
সকাল ৮ টার সময় ৬৩টি ভোট কেন্দ্রে এক যোগে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে।মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৪ টি ইউনিয়নের ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৮৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন ১ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮ টার সময় ভোট দেন। অপর প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ৭ নং ওয়ার্ড সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন।
মেহেরপুর পৌরসভায় ২ জন মেয়রসহ ৪ টি ইউনিয়নে ২০ জন চেয়ারম্যান, ২১৩ জন সাধারণ কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য, ৬৬ জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। সকাল থেকেই নারী ভোটারদের উপস্থিতি ভাল।মেহেরপুর পৌরসভায় সবগুলো কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এ ভোটগ্রহণ

অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানান মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার আবু আনছার।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মতুর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ

মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিরুদ্ধে হলফনামায় তথ্য গোপনের অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেক আহমেদের কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন মাহফুজুর রহমান রিটন।

লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মো: মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু মনোনয়ন ফরমের সাথে দাখিলকৃত হলফনামায় স্থাবর সম্পত্তির ঘরে তাঁর ক্রয়কৃত ০.০৪৯৫ একর জমি যার দলিল নম্বর ১০৭৩/২০ এবং ভাইবোনদের সাথে বন্টন করা জমি যার দলিল নম্বর ৪২৪৪/১৮ এই দুটি জমি স্থাবর সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করেননি। যা নির্বাচন আইনে তথ্য গোপন হিসেবে বিবেচিত।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌর নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা তারেক আহমেদ বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর দেখবে। তবে অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

তিনি আরো বলেন, বৃহস্পতিবার প্রার্থীতা যাচাই বাছাই শেষে চার জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে মাহফুজুর রহমান রিটন ও মোতাচ্ছিম বিল্লাহ’র প্রার্থীতা বৈধ হয়েছে। বাকি দুজন আরিফুল এনাম বকুল ও কাউসার আলীর প্রার্থীতা বাতিল হয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে অনেক ক্ষণ ধরে ব্যস্ত থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি ফোন কল ব্যাকও করেননি।

মেহেরপুর পৌর সভায় আওয়ামীলীগের এক বিদ্রোহীসহ মেয়র পদে ৪ প্রার্থী

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র পদে আওয়ামীলীগের একজন বিদ্রোহীসহ ৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরা হলেন বর্তমান মেয়র ও আওয়ামীলীগ প্রার্থী মাহহফুজুর রহমান রিটন, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কাওছার আলী।

এছাড়া সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৩৫ জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৪৬ প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
অপরদিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, বারাদী, পিরোজপুর ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে ২৬ জন, সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে ৫৩ জন ও সাধারণ সদস্য (মেম্বর) পদের ১৯১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে এসব প্রার্থীরা স্ব স্ব কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার আবু আনাসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আগামী ১৫ জন মেহেরপুর পৌরসভাসহ এই চারটি ইউনিয়নের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই প্রথম নব গঠিত শ্যামপুর ও বারাদী ই্উনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হবে।

জীবননগর পৌর নির্বাচনে সাধারণ কাউন্সিলর পদে ২ জনসহ শেষ দিনে মেয়র পদে ১ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে সমাগম ছিল উপজেলা পরিষদ।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জীবননগর পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন কাউন্সিলর পদে ৪০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে ৯ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে মেয়র প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত ধানের শীর্ষের প্রার্থী শাজাহান কবির, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান জীবননগর পৌর সভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত হাত পাখার প্রার্থী খোকন মিয়া মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন।

গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। শেষ দিনে পৌর নির্বাচন থেকে মেয়র পদ থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এবং কাউন্সিলর পদ থেকে দুই জন প্রার্থী প্রত্যাহার করেন ।

কে হচ্ছেন গাংনীর পৌরপিতা,

ভাগ্য নির্ধারণ আজ

কে হচ্ছেন গাংনীর নতুন মেয়র। আওয়ামী লীগের আহম্মেদ নাকি স¦তন্ত্র আশরাফুল, নাকি বিএনপির বাবলু নাকি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হুরাইরা। এমন প্রশ্নের উত্তর মিলবে আজ।

১৬ জানুয়ারি, শনিবার সকাল ৮ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। ৯ টি ওয়ার্ডের মোট ৯ টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এ দিকে গাংনী পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাঙচুর, অস্ত্র ছিনতাইসহ পাল্টা-পাল্টি অভিযোগের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে প্রচার প্রচারণা। নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন, সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী; ধানের শিষের প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু; হাত পাখা প্রতীক নিয়ে লড়ছেন আবু হুরাইরা ও একমাত্র স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম লড়ছেন জগ প্রতীকে।

তবে আওয়ামী ও স¦তন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছে পৌরবাসী। ক্ষমাতসিন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় বাধাঁ দেওয়াসহ নানা ধরনের অভিযোগ এনে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম জানান, নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতে আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে, আমার সমর্থকদের হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। প্রচারণা চলাকালিন গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে সকল অভিযোগ মিথ্যা দাবি করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী বলেন, নির্বাচনে স¦তন্ত্র প্রার্থীর হার নিশ্চিত জেনে তিনি এসব ভুল বকছেন। নিজের লোক দিয়ে নাটক সাজিয়ে অন্যকে দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন।

এমন নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে প্রচারণার সময়। এখন অপেক্ষা পৌরপিতার নাম শোনার। সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সব কিছু স্বাভাবিক থাকলে আজ সন্ধ্যায় জানা যাবে নতুন মেয়রের নাম।

এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহীনির ততপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে আনসার, বিজিবি, র্যাব, পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশসহ দ্জুন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে। কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাতক্ষণিক অপরাধীকে আইনের আওতায় নেওয়া হবে।

প্রকাশ্যে নৌকার সীল মারতে নির্দেশ দিলেন মেয়রপ্রার্থী, ভিডিও ভাইরাল

মেয়রের ভোট প্রকাশ্যে মারতে নির্দেশ দিযেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়রপ্রার্থী এনামুল হক। তিনি একটি নির্বাচনী সভায় সমর্থক ও ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, কাউন্সিলরের ভোট দুটি গোপন কক্ষে গিয়ে আর মেয়রের ভোটটি সবার সামনেই দিতে হবে।

এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ক্লিপ ফাঁস হওয়ার পর তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়রপ্রার্থী আরিফুল ইসলাম।

ফাঁস হওয়া ভিডিও ক্লিপে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে নির্বাচনী সভায় ভোটারদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি যদি ওপেন ভোট দেন, তাহলে তো কেউ নিষেধ করতে পারবে না। কারণ আপনাদের মধ্যে যাতে দূরত্ব না বাড়ে। ভোট আপনিও দিতে চেয়েছেন আরেকজনও দিতে চেয়েছে। এখন আরেকজন যদি ভিতরে ঢুকে ভোট দেয় তাহলে মনে সন্দেহ দেখা দেবে।

মনে হবে ও হয়তো নৌকায় ভোট দেয়নি। তাই আপনারা সব ওপেন করে দেন। তাহলে আর একে অপরের প্রতি সন্দেহ থাকবে না। আপনারা কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরের ভোট ভিতরে গিয়ে দেবেন আর এই ভোটটি (মেয়র) সরাসরি সামনে দেবেন।’

১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে এনামুল হককে আরও বলতে শোনা যায়, ‘ভোট ভয়ের কোনো ব্যাপার না। আমি যদি ওপেন সিল মেরে দিই তাহলে কারো কিছু বলার নেই। সবাই নৌকায় সিল মেরে দেবেন প্রকাশ্যে, কোনো সমস্যা নাই। যেখানে সবাই একতরফা ভোট দেবে সেখানে কেন আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকবেন। তাই কাউন্সিলরের দুটি গোপন কক্ষে আর মেয়রের ভোটটি প্রকাশ্যে দেবেন, কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হকের ব্যক্তিগত ফোনে কল করা হলে তিনি তা বারবার কেটে দেন। তাই তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে ডেকে এনে সতর্ক করা হয়েছে। তাকে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।’

শৈলকুপায় আওয়ামী মেয়র প্রার্থীর নির্বাচনী ইসতেহার ঘোষণা

ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজমের (নৌকা প্রতিক) এর নির্বাচনী ইসতেয়ার ঘোষনা করেছেন।

সোমবার শহরের সরকারী পাইলট স্কুল এলাকায় নৌকা প্রতিকের প্রধান নির্বাচনী কার্যালয়ে এ নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। আগামী ১৬ জানুয়রী শনিবার প্রথম ইভিএম পদ্ধতিতে এ পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনী ইসতেহারে মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, শৈলকুপা পৌরসভার উন্নয়নে আমি অলীক স্বপ্নে বিশ্বাসী নই, বাস্তব স্বপ্ন পূরনে বিশ্বাসী। তিনি শপথ ও অঙ্গীকার করে বলেন, আমি দূর্নীতি করব না এবং কাউকে দূর্নীতি করতে দেবনা। দলমত বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করব।

এ পৌরসভার পথে ঘাটে রাস্তায় কোনো পানি জমতে দেবনা। জলাবদ্ধতা নিরসন করব। পৌরসভার ছোট বড় সকল রাস্তা উন্নয়নের আওতায় আনা হবে। পৌর এলাকায় বিদ্যুতের লোড শেডিং হবে না। যানজট নিরসনের লক্ষে পৌরসভার রাস্তা সমুহ সংস্কারসহ প্রয়োজনে আরো নতুন রস্তাা

নির্মান করা হবে।

শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও যানজট নিরসনের জন্য কুমার নদের উত্তর পাড় দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা হবে।

পৌরসভার প্রতি ইঞ্চি ভূমি উন্নয়নের আওতায় আনা হবে। দিনের বেলা কোন ময়লা আবর্জনা রাস্তায় থাকতে দেয়া হবে না এবং নিজে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর তদারকি করবো। কোন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশে ডাষ্টবিন থাকবে না।

পৌরবাসীর জন্য ২৪ ঘন্টা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। পৌরবাসীর জন্য একটি বিনোদন পার্ক, ১টি শিশু পার্ক ও অডিটোরিয়াম তৈরি করা করা হবে। এ শহরকে আধুনিক বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। একটি নতুন কবরস্থান, কেন্দ্রীয় ঈদগাহ নির্মান করা হবে।

এ ছাড়াও একটি পৌর আধুনিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন জায়গায় পাবলিক টয়লেট নির্মানসহ মাদকমুক্ত শহর গড়ে তোলা হবে।

পানির বিল, হোল্ডিং ট্যাক্স ও যাবতীয় বিল পুন:বিবেচনা করা হবে জাতীয়, চারিত্রিক, নাগরিক, জন্মÑমৃত্যু এবং ওয়ারিসসহ অন্যান্য সনদপত্র বিনা পয়সায় সরবরাহ করা হবে। শৈলকুপা পৌর শহর সম্পূর্ণভাবে সিসি ক্যামেরা এর আওতায় আনা হবে।

এ নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার জাহান বাদশা, সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন নায়েব আলী জোয়ার্দার, শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম হাসান মুসা, সাধারণ সম্পাদক শাহিন আক্তার পলাশ সহ সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্র নেতা রেজাউল ইসলাম রাজু।

গাংনীতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর

উপর হামলা ও রিভলবার ছিনতাইয়ের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী পৌর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম ও তার সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে শিশিরপাড়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

এ ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম ও তার ৫ কর্মী এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থীর চার কর্মী আহত হয়। হামলাকারীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের ব্যক্তিগত রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁকাগুলি বর্ষণ করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ আশরাফুল ইসলামের।

এদিকে আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান আওয়ামীলীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী।

আহতদের কয়েক জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কর্মী নাজমুল হোসেন (৩৫), উজ্জল হোসেন (২৫) ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক রোকনুজ্জামানকে
(২৫) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম জানান, সোমবার দুপুরে তিনি ও সমর্থকরা শিশিরপাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে গেলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলীর সমর্থকরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আশরাফুল ইসলামসহ ছয় জনকে আহত করে।

এসময় হামলাকারীরা আশরাফুল ইসলামের কাছে থাকা ৯ রাউন্ড গুলিসহ ব্যক্তিগত রিভলবার (৭.৬ ক্যালিবার) ছিনিয়ে নিয়ে ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে পালিয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে পাল্টা অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী বলেন,

নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত বৈধ আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধ হিসেবে বিবেচিত। আশরাফুল ইসলামের আগ্নেয়াস্ত্রটি জব্দ ও তাকে গ্রেপ্তারের দাবী জানান তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় মনোনয়ন পেতে মেয়র প্রার্থীদের দৌড়-ঝাঁপ

সারাদেশে পৌরসভা নির্বাচনের চতুর্থ ধাপে ৫৬ টি পৌরসভার মধ্যে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগাম প্রচার প্রচারণায় নেমেছেন সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীরা।

এ নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছে- কে হবে সম্ভাব্য মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থী। ইতোমধ্যে সম্ভাব্য অনেক প্রার্থী নানা রঙের ব্যানার পোস্টারের মাধ্যমে তাদের প্রার্থিতা জানান দিতে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ অব্যাহত রেখেছেন তারা।

দ্বিতীয় বারের মতো দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচার-প্রচারণার পাশাপাশি স্ব-স্ব দলীয় মনোনয়ন পেতে শীর্ষ পর্যায়ের লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন।এবাবের নির্বাচনে ক্ষমতাশীল দল আওয়ামীলীগের ৮ জন, কৃষকলীগের ১ জন, বিএনপির ২ জন, জাসদের ১ জন নির্বাচনের মাঠে পথসভা ও গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে এক নেতা জানান, দল থেকে নমিনেশন না পেলেও সতন্ত্র হয়ে নির্বাচনি মাঠে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তার কর্মীদের।

এবাবের আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগের সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশী যারা- আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বর্তমান পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, (ভারপ্রাপ্ত) সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাষ্টার, আওয়ামীলীগের সাবেক কুমারী

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, আনিসুজ্জামান হুজুর মল্লিক, জেলা কৃষকলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সামসাদ রানু, বিএনপির সাবেক আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র আলহাজ্ব মীর মহি উদ্দীন, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক নাজিম উদ্দীন মোল্লা,বীরমুক্তিযোদ্ধা ওজেলা জাসদের সভাপতি এম সবেদ আলি।

পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলিগের সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা অব্যহত থাকলেও মাঠ পর্যায়ে নেই বিএনপির কোন নেতাকর্মী। বিল বোর্ডের মাধ্যমেই বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচনে মাঠ থাকার জাগান দিচ্ছে।বিএনপির দুইজন মাঠে নামার প্রতিশ্রুতি দিলেও উপজেলা যুবদলের আহবায়ক পৌর নির্বাচন থেকে পিছে যাচ্ছে এমনটাই গুঞ্জন চলছে পৌর এলাকাজুড়ে।

বর্তমান মেয়র উপজেলা আওয়ামীলিগের সভাপতি ও বর্তমান মেয়র হাসান কাদির গনু ২০১৫ সালে ৩১ শে ডিসেম্বর দলীয় মনোনয়ন ও নৌকা প্রতিক নিয়ে নির্বাচিত হয় আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হিসাবে। গত ২০১৫ সালের পৌর নির্বাচনে বিএনপির সাবেক মেয়র প্রার্থী হিসাবে নৌকার বিপক্ষে প্রতিদন্দি হিসাবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেন আলহাজ¦ মীর মহি উদ্দিন।

পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলিগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে পৌর আওয়ামীলিগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক নির্বাচনি প্রচারণায় তৃণমূল পর্যায়ে এগিয়ে জনস্রোত গড়ে তুলেছে। বর্তমান মেয়র উপজেলা আওয়ামীলিগের সভাপতি হাসান কাদির গনুর বিপক্ষে নির্বাচনি মাঠে থাকার প্রতিশ্রুতি। তিনি বর্তমানে ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর হিসাবে আলমডাঙ্গা পৌরসভায় দায়িত্ব পালন করছে।

এদিকে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার রূপকার হিসাবে পরিচিত মুখ এম সবেদ আলি। তিনি বীরমুক্তিযোদ্ধা ও জেলা জাসদের সভাপতি। আলমডাঙ্গা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে তিনি পৌর মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। তার হাতেই গড়ে ওঠে আলমডাঙ্গা পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তা,ড্রেনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। তার অবদান থাকলেও ইতো পূর্বে তিনি মেয়র হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেও সিমিত ভোটের মাধ্য পরাজিত হন। এবারের নির্বাচনে সাবেক মেয়র এম সবেদ আলিকে নির্বাচনের মাঠে টানছে জনগন। পৌর নির্বাচনে জয় লাভ করে

আবারো পৌরসভার উন্নয়নের জন্য জনগণের স্ব-ইচ্ছা প্রশোন করেছে।

এছাড়া, এবারের পৌর নির্বাচনে প্রথম মহিলা প্রার্থী হিসাবে জেলা কৃষকলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সামসাদ রানু মেয়র নির্বাচনে অংশ গ্রহন করছে। তিনি বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচন উপলক্ষে তফসিল ঘোষণা পর থেকেই প্রার্থীরা ছুটছে কেন্দ্রে। চালিয়ে যাচ্ছে লবিং। সবার ইচ্ছা নেত্রী আমাকে দিবে কাঙ্খিত নমিনেশন।

অপরদিকে, পৌরসভার কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর পদে সম্ভাব্য প্রার্থীরা যে যার মতো করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। পোস্টার ব্যানারে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা সহ ভোটারদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।